জেলা / সার্কেল অফিসের কর্মসম্পাদনের সার্বিক চিত্র
(Overview of the Performance of the District/Circle Office)

সাম্প্রতিক অর্জন, চ্যালেঞ্জ এবং ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

সাম্প্রতিক বছরসমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জনসমূহ:

সাম্প্রতিক বছর সমূহের (৩ বছর) প্রধান অর্জন সমূহ (২০১৯-২০,২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত) বাংলাদেশ এলডিসি পর্যায়ে উত্তরনের প্রেক্ষাপটে এবং ক্রমবর্ধিষ্ণু জনসংখ্যার প্রাণীজ আমিষের (দুধ, ডিম ও মাংস) চাহিদা মেটাতে উৎপাদন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ, সম্প্রসারণ ও জাত উন্নয়ন ক্ষেত্রে ময়মনসিংহ জেলায় অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে।

 সাম্প্রতিক অর্থবছরসমূহে গবাদিপশুর জাত উন্নয়নে যথাক্রমে ১.৩৪৮,১.২৩৮ ও ১.২৩৪ লক্ষ প্রজননক্ষম গাভী/ বকনাকে কৃত্রিম প্রজননের আওতায় আনা হয়েছে। উৎপাদিত সংকর জাতের বাছুরের সংখ্যা যথাক্রমে ০.৪১১,০.৪৪১ ও .০.৪৪৯ লক্ষ।

 বিদ্যমান প্রাণিসম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.৭৬১, ০.৮৮৪ ও ০.৮৬২ কোটি গবাদিপশু-পাখিকে টিকা প্রদান করা হয়েছে এবং যথাক্রমে ০.৪০৬, ০.৪৩৯ ও ০.৪১১ কোটি গবাদিপশু-পাখিকে চিকিৎসা প্রদান করা হয়েছে।

 খামারির সক্ষমতাবৃদ্ধি, খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে যথাক্রমে ০.০৫১, ০.০৫৬ ও ০.০৫৬ লক্ষ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদানসহ যথাক্রমে ৭৫০, ৯৩১ ও ৯১৮ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হয়েছে।

 নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণীজ আমিষ উৎপাদনে যথাক্রমে ১৩৩৬, ১৮৫১ ও ১৮৯৭ টি খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন ২৫২, ৬৭৭ ও ৪৮৫ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ০৪, ১৯ ও ১৫টি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করা হয়েছে।

সমস্যা এবং চ্যালেঞ্জসমূহ:

গবাদিপশুর গুণগত মানসম্পন্ন খাদ্যের অপ্রতুলতা, আবির্ভাবযোগ্য রোগ প্রাদুর্ভাব, সুষ্ঠ সংরক্ষণ ও বিপণন ব্যবস্থার অভাব, লাগসই প্রযুক্তির ঘাটতি, প্রণোদনামূলক ও মূল্যসংযোজনকারী উদ্যোগের ঘাটতি, উৎপাদন সামগ্রীর উচ্চমূল্য, জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব, খামারির সচেতনতা ও ব্যবস্থাপনাগত জ্ঞানের ঘাটতি, সীমিত জনবল ও বাজেট বরাদ্দ প্রাপ্তি প্রাণিসম্পদ উন্নয়নে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা:

খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে বাজার ব্যবস্থার সংযোগ জোরদারকরণ, পণ্যের বহমূখীকরণ, নিরাপদ ও মানসম্মত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রচলন করা হবে। গবাদিপশু-পাখির রোগ নিয়ন্ত্রণ, নজরদারি, চিকিৎসা সেবার মান উন্নয়ন এবং রোগ অনুসন্ধান গবেষণাগার আধুনিকীকরণ করা হবে। দুধ ও মাংস উৎপাদন বৃদ্ধিতে কৃত্রিম প্রজনন প্রযুক্তির সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখা হবে। প্রাণিপুষ্টি উন্নয়নে উন্নত জাতের ঘাস চাষ সম্প্রসারণ, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ প্রযুক্তির প্রসার, টিএমআর প্রযুক্তির প্রচলন, ঘাসের বাজার সম্প্রসারণ ও পশুখাদ্যের মান নিশ্চিতকরণে নমুনা পরীক্ষা কার্যক্রম জোরদার করা হবে। খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধিতে প্রশিক্ষণ ও উঠান বৈঠক কার্যক্রম জোরদারসহ প্রাণিসম্পদ সর্ম্পকিত আইন , বিধি ও নীতিমালার অনুসরণ মোবাইল কোর্টের আওতা বৃদ্ধি করা হবে।

২০২৩-২৪ অর্থবছরের সম্ভাব্য প্রধান অর্জনসমূহ:

- গবাদিপশু- পাখির রোগ প্রতিরোধে ০.৮২ কোটি মাত্রা টিকা প্রয়োগের মাধ্যমে ভ্যাকসিনেশন কার্যক্রমের সম্প্রসারণ ঘটানো হবে ও নজরদারি ব্যবস্থা জোরদারে ২০০ টি ডিজিজ সার্ভিলেন্স পরিচালনা করা হবে।
- খামারির সক্ষমতা বৃদ্ধি,খামার ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন ও খামার সম্প্রসারণে ০.০৬৪ লক্ষ খামারিকে প্রশিক্ষণ প্রদান ও ৯০০ টি উঠান বৈঠক পরিচালনা করা হবে।
- নিরাপদ ও মানসম্মত প্রাণিজ আমিষ উৎপাদনে ১২৯০ টি খামার/ফিডমিল/ হ্যাচারি পরিদর্শন, ৫৩০ জন মাংস প্রক্রিয়াজাতকারী (কসাই) প্রশিক্ষণ এবং ২২ টি মোবাইল কোর্ট বাস্তবায়ন করা হবে।